- বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সুদক্ষ শ্রমিকের অভাবেও প্রকল্প ...

৫.৫.৯ লবন তৈরী (Salt Manufacturing) ঃ উপকূলীয় সম্পদগুলির একটি অন্যতম সম্পদ হল লবন। লবন মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের একটি অপরিহার্য উপাদান। একজন পূর্নবয়স্ক মানুষের দৈনিক 6-11 গ্রাম লবন লাগে শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়াকলাপের জন্য। সমুদ্র থেকে এই লবন খুব সহজেই তৈরী করা যায়। এই খাদ্য লবনের রাসায়নিক নাম হল সোডিয়াম ক্লোরাইড (Nacl)। লবনের সোডিয়াম (Na+) ও ক্লোরাইড (Cl-) এই দুটি প্রধান উপাদান ছাড়া ক্যালসিয়াম (Ca+), পটাশিয়াম (K+), ম্যাগনেসিয়াম (Mg+), সালফাইড (SO3) প্রভৃতি খনিজ খুব অল্প মাত্রায় থাকে (0.2% থেকে 10%)। এক লিটার সমুদ্রের জলে থাকা বিভিন্ন খনিজ লবনের পরিমান নিম্নে একটি সারনীর সাহায্যে দেখানো হল (সারনী-5.7) -

সারনী-5.7 : প্রতি লিটার সামুদ্রিক জলের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার লবনের উপস্থিতি

উপাদান	পরিমান (গ্রাম)	শতকরা
সোডিয়াম (Na+)	10.7	30.6
ক্লোরাইড (Cl-)	19.25	55.0
সালফেট (SO3)	2.7	7.7
ম্যাগনেসিয়াম (Mg+)	1.3	3.7
ক্যালসিয়াম (Ca+)	0.42	1.2
পটাশিয়াম (K+)	0.39	1.1
অনান্য	0.25	0.7

৫.৫.৯.১ **লবন তৈরীর প্রক্রিয়া (Process of Salt Manufacturing) ঃ**

সমুদ্রের জল থেকে লবন তৈরীর প্রধান প্রক্রিয়াটি হল বাষ্পীভবন। সমুদ্রের জলকে স্থলভাগের অভ্যন্তরে ঢুকিয়ে জলাভূমিতে আবদ্ধ করা হয় তারপর বাষ্পীভবন প্রক্রিয়ায় জল উবে যায় এবং লবন ভূমিভাগের ওপর স্থিত হয়। এইভাবে সমুদ্রের জল থেকে লবন তৈরী করা হয়। মূলত তিনটি ধরনের প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয় **(চিত্র-5.23)**। যথা-

চিত্র-5.23 : উপকূলীয় অঞ্চলে লবন তৈরীর ক্ষেত্র সমূহ।

- **একটি পুকুর সিস্টেম (Single-Pond System) ঃ** এই প্রক্রিয়ায় লবন উৎপাদন খরচ খুব কম এবং অল্প পরিমান লবন উৎপন্ন হয়। একটি জলাধারে ধাপে ধাপে এই প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয় বলে খরচ কম হয়। প্রথমে সমুদ্রের জল প্রবেশ করিয়ে বাষ্পীভবন প্রক্রিয়ায় তা শুকিয়ে নিয়ে স্থিত লবন কনার কেলাস গঠন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে লবন তৈরী করা হয়।
- **দুই-পুকুর সিস্টেম (Double-Pond System) ঃ** সমুদ্রের জল থেকে লবন তৈরীর অপর পদ্ধতিটি হল দুই পুকুর পদ্ধতি। সমুদ্রের জলকে প্রথমে একটি পুকুরে ঢোকানো হয়। এই পুকুরটিতে সোডিয়াম ক্লোরাইডের স্থিতিকরন করা হয় অর্থাৎ লবন তৈরীর প্রথম ধাপটি এখানে হয় বলে এই পুকুরকে **নার্স পুকুর (Nurse Pond)** বলা হয়। তারপর এই পুকুর থেকে স্থিত হওয়া সোডিয়াম ক্লোরাইড দ্বিতীয় পুকুরে আনা হয়। এই দ্বিতীয় পুকুরে খাদ্য লবনের কেলাস গঠন করা হয়।
- **বহু পুকুর সিস্টেম (Multi-Pond System) ঃ** সমুদ্রের জল থেকে লবন তৈরীর অত্যাধুনিক পদ্ধতি হল বহু-পুকুর সিস্টেম। এখানে নার্স পুকুরগুলিকে জল প্রবাহ নলিকা দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত করা হয়। জলপ্রবাহ নালিকা দ্বারা প্রাথমিক পুকুর বা নার্স পুকুরগুলিতে সমুদ্রের জল প্রবেশ করানো হয়। পর্যায়ক্রমে বাষ্পীভবনের সাথে সাথে ঐ জলকে পরবর্তী পুকুরগুলিতে বা জলাধারগুলিতে প্রেরণ করা হয়। প্রাথমিক বা নার্স পুকুরগুলিতে সোডিয়াম ক্লোরাইডের স্থিতিকরন ও পরবর্তী পুকুরগুলিতে কেলাস গঠনের মধ্য দিয়ে লবন প্রস্তুত করা হয়। একাধিক পর্যায় অনুসরন করা হয় বলে লবনের গুনগত মান বজায় থাকে এই পদ্ধতির মাধ্যমে। এখানে 90 শতাংশের বেশী পুকুর বা জলাভূমি প্রাথমিক ব নার্স পুকুর হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

৫.৫.৯.২ **ভারতের লবন তৈরীর প্রেক্ষাপট (Background of Salt Manufacturing in India) ঃ** লব উৎপাদনে ভারত পৃথিবীতে তৃতীয় (চীন ও U.S.A. পর্যায়ক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয়) স্থানে রয়েছে। ভারতের মোট লব উৎপাদনের 70 ভাগ সমুদ্রের জল থেকে বাষ্পীভবনের দ্বারাই উৎপাদিত হয়। ভারতের আবহাওয়ার পরিপ্রেক্ষি সূর্যতাপের দ্বারাই বাষ্পীভবনের মাধ্যমেই উপকূলীয় অঞ্চলে এই লবন উৎপাদিত হয়। তবে 300 খ্রীষ্টপূর্বে উত্তর ভারা খনিজ উপাদান হিসেবে লবন উৎপাদিত হত এবং সেই লবন ভারতের বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করা হত। সেই সা

উপকূলীয় মানুষজন নিত্য প্রয়োজনের জন্য আদিম পদ্ধতিতে (সূর্যালোকের ওপর নির্ভর করে) লবন উৎপাদন করত। ষষ্ঠ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভারতের সম্বর হ্রদ থেকে লবন উৎপাদন করা হয়। মাদ্রাজ উপকূলেও এই প্রক্রিয়ায় লবন উৎপাদিত হত কিন্তু বঙ্গোপসাগরের জল তুলনামূলক মিষ্টির কারণে পশ্চিমবঙ্গে তেমন ভাবে লবন উৎপাদিত হত না।

প্রাথমিক পর্যায়ে এই লবন উৎপাদন প্রান্তীয় মানুষ জন নিজ প্রয়োজনে উৎপাদন করলেও পরবর্তী পর্যায়ে প্রদেশগুলোর কোষাগার মজবুত করার লক্ষ্যে লবন উৎপাদনের ওপর আইন প্রনয়ন হয়। তারওপরে বিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে একটি নির্দিষ্ট আইন প্রনয়ন করে রাজস্ব আদায় করতে থাকে ব্রিটিশ সরকার। পরবর্তীকালে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে লবন উৎপাদনের জন্য বিশেষ ছাড়পত্র প্রদান করা হয়। এই সময় তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগের মধ্য দিয়ে লবন উৎপাদন ও বিক্রির তত্ত্বাবধান করা হয়। যিনি লবন উৎপাদনকারীর কাছ থেকে সঠিক গুনগত মান বিচার করে অর্থের বিনিময়ে লবন কিনতেন এবং তা সরকারকে প্রদান করতেন। সরকার ঐ লবন ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বাজারে রপ্তানি করত।

৫.৫.৯.৩ ভারতের লবন শিল্প (Salt Industry in India) ঃ

লবন উৎপাদনে ভারতবর্ষ পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম রাষ্ট্র। লবন উৎপাদনে চীন ও আমেরিকা যুক্ত রাষ্ট্রের পরেই ভারতের অবস্থান। ভারত বার্ষিক প্রায় 2.3 কোটি টন লবন উৎপাদন করে। বিগত 60 বছরে অর্থাৎ ভারত স্বাধীন হওয়ার পর এই লবন উৎপাদনের মাত্রা চমকপ্রদভাবে দ্রুতহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। 1947 সালের আগে গৃহস্থালীর প্রয়োজন মেটানোর জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও এডেন থেকে লবন আমদানী করা হত কিন্তু বর্তমানে ভারতে লবন উৎপাদনের মাত্রা এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছে যেখানে ভারতীয়দের প্রয়োজন মেটানোর পর অতিরিক্ত লবন বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হয়। 1947 সালের সমসাময়িক যেখানে লবন উৎপাদনের পরিমান ছিল প্রায় 19 লক্ষ টন সেখানে 2019-20 সালে তা বেড়ে হয় 2.33 কোটি টন অর্থাৎ গত 70 বছরের নিরিখে লবন উৎপাদনের মাত্রা 10 গুনের বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে।

৫.৫.৯.৪ ভারতে লবনের উৎস (Sources of Salt in India) ঃ

ভারতে যত পরিমান লবন উৎপাদিত হয় তার প্রায় 70 ভাগ লবন সমুদ্র জল থেকে উৎপাদিত হয়। বাকি 30 ভাগ লবন অনান্য উৎস থেকে পাওয়া যায়। ভারতে লবন উৎপাদনের বা উত্তোলনের উৎসগুলি হল-

- সমুদ্রের জল (Sea Brine)
- হ্রদের জল (Lake Brine)
- আভ্যন্তরীন মৃত্তিকার জল (Sub-Soil Brine)
- শিলার মধ্যে থাকা লবন (Rock Salt Deposites)

৫.৫.৯.৫ ভারতের লবন তৈরীর কেন্দ্র সমূহ (Major Salt Producing Centers in India) ঃ

লবন তৈরীর জন্য সমুদ্রের জল একটি অনন্ত উপাদান। কিন্তু আবহাওয়া ও মৃত্তিকার অবস্থা বিবেচনা করে লবন উৎপাদনের ওপর কিছু সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হয়েছে। তেমনি আবার অনান্য ক্ষেত্রগুলি থেকেও বিভিন্ন কারনে নির্দিষ্ট হারে লবন উত্তোলন করা হয়। বিভিন্ন ধরনের পরিকাঠামো, জলবায়ু, মৃত্তিকার অবস্থা ইত্যাদি বিবেচনা করে নির্দিষ্ট স্থান ভিত্তিতে লবন তৈরীর কেন্দ্রগুলো অবস্থিত।

- **সমুদ্রের জল থেকে লবন তৈরী (Marine Salt Work) :**

➢ গুজরাটের উপকূল বরাবর জামনগর, মিঠাপুর, ঝাখার, চীরা, ভবনগর, রাজুনা, দাহেজ, গান্ধীধাম, কাণ্ডলা, মলিয়া ও লাভানপুর স্থানগুলিতে লবন উৎপাদনকেন্দ্রগুলি অবস্থিত।

➢ তামিলনাড়ু উপকূল বরাবর তুতিকোরিন, ভেদারামায়ম, কোভলমে লবন উৎপাদনকেন্দ্রগুলি অবস্থিত।

➢ অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূল বরাবর ইসকাপানী, চিন্নাগঞ্জম, কৃষ্ণাপট্টনম, কাকিনাড়া, এবং নাউপাছা তে লবন উত্তোলন

...গুলি অবস্থিত।

...রাষ্ট্র উপকূল বরাবর ভানদুপ, ভায়ানদার ও পালঘর স্থানে লবন উত্তোলনকেন্দ্রগুলো অবস্থিত।

...ড়িশা উপকূলের গঞ্জাম ও সুমাদীতে লবন উৎপাদনের কেন্দ্র অবস্থিত।

...শ্চিমবঙ্গের কাঁথির নিকট দাদনপাত্রবাড় এ Bengal Salt এর কেন্দ্রটি অবস্থিত। তবে এই কেন্দ্রটি এখন বন্ধের ...খে।

...ভ্যন্তরীন অঞ্চলের লবন তৈরী (Inland Salt Work) : মূলত রাজস্থানে হ্রদের জলকে প্রক্রিয়াগত পদ্ধতির ...ন উৎপাদন করা হয়। এছাড়াও আভ্যন্তরীন মৃত্তিকার জল (Sub-Soil Water) থেকেও লবন প্রস্তুত করা হয়। ...নাওয়া, রাজাস, কুচামাল, সুজাগড় ও কালোদী তে এই ধরনের লবন প্রস্তুত কেন্দ্রগুলি অবস্থিত।

...চ্ছের রনে লবন তৈরী (Salt Works in Rann of Kutch) : খড়গোদা, ধ্রানগাধ্রা, সাঁওতালপুর-এ মৃত্তিকার ...রীন জল থেকে লবন প্রস্তুত করা হয়।

...শিলার মধ্যে থাকা লবন (Rock Salt Deposits) : হিমাচল প্রদেশের মান্ডিতে শিলার মধ্যস্থিত লবনকে ...হিসেবে লবন উত্তোলন করা হয়।

...রতে প্রায় 6.09 লক্ষ একর জায়গা জুড়ে 11799 টি লবন তৈরীর কারখানা আছে। তাদের মধ্যে 87.6% ক্ষুদ্র শিল্প হিসেবে (10 একরের কম জায়গা) এবং 5.8% বৃহৎ মাপের লবন উৎপাদন শিল্প (100 একরের বেশী) এবং বাকি 6.6% মাঝারি মাপের শিল্প (10-100 একরের মধ্যে জায়গা) হিসেবে ভারতে লবন প্রস্তুত করে। ...র্ষবছরে গড়ে 2.15 কোটি টন লবন প্রস্তুত করে থাকে তবে 2009-10 সালে এই উৎপাদনের মাত্রা ছিল সর্বাধিক, 4 কোটি টন। গুজরাট, তামিলনাডু এবং রাজস্থান সারা ভারতের শতকরা প্রায় 96 ভাগ লবন প্রস্তুত করে। এদের ...জরাট শতকরা 76 ভাগ তামিলনাডু শতকরা 11 ভাগ এবং রাজস্থান শতকরা 9 ভাগ লবন প্রস্তুত করে। বাকি 4 ...বন অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা, কর্নাটক, গোয়া, দমন-দিউ, পশ্চিমবঙ্গ ও হিমাচল প্রদেশ থেকে আসে। একটি ...খানে দেখা গেছে বৃহৎ মাপের কেন্দ্রগুলি থেকে প্রায় 62% লবন উৎপাদিত হয় এবং 28% ছোট মাপের ...লি থেকে আর বাকি 10% লবন মাঝারি মাপের কেন্দ্রগুলি থেকে উৎপাদিত হয়।

ভারতবর্ষের মোট উৎপাদিত লবনের 59 লক্ষ টন লবন মানুষের খাওয়ার জন্য এবং 1.07 কোটি টন শিল্প কেন্দ্রের ...ল হিসেবে ব্যবস্থার করা হয়। বাকি 35 লক্ষ টন লবন রপ্তানি করা হয়। 2011-12 সালে ভারত 38 লক্ষ টন লবন ...করে রেকর্ড করেছিল। জাপান, বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, উত্তর কোরিয়া, মালেশিয়া, সংযুক্ত আমিরশাহী, কাতার, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশ ভারত থেকে লবন আমদানি করে। রপ্তানী করা লবনের শতকরা 96 ...জলপথে এবং 4 ভাগ স্থলপথে পরিবাহিত করা হয়। ভারতের খাদ্যের জন্য প্রয়োজনীয় লবনের শতকরা 60 ভাগ ...থে এবং বাকি 40 ভাগ সড়ক পথে পরিবাহিত করা হয়। শিল্পের জন্য পরিবাহিত লবনের শতকরা 88 ভাগ ...পথ, 10 ভাগ রেলপথ ও বাকি 2 ভাগ জলপথে পরিবাহিত করা হয়।

...৬ লবন শিল্প উন্নয়নে ভারত সরকারের ভূমিকা (Role of Indian Government in Development of Salt Industry) :

ভারত সরকারের একটি কেন্দ্রীয় বিষয় হল লবন। এই লবন উৎপাদন, যোগান ও বিতরন সমবায় এজেন্সি দ্বারা ...ন করা হয়। বিভিন্ন লবন শিল্প কেন্দ্রগুলি নিয়ন্ত্রন করার জন্য ভারত সরকার দায়বদ্ধ। Ministry of Commerce Industry এর দ্বারা নিয়োজিত লবন কমিশনার ও বিভিন্ন অফিসারদের দ্বারা উক্ত কাজটি নিয়ন্ত্রন করা হয়। 1944 ...র লবন নীতি অনুযায়ী ভারত সরকার যে কোন লবন শিল্প কেন্দ্রকে বাতিল করতে পারে, যেটা 1996-97 সালের ...পাশ করা হয়। লবন শিল্পে উদারীকরন ও সরলীকরনের জন্য লবন শুল্কনীতি 1964, সংশোধন করা হয়। যার

বিজ্ঞপ্তি নম্বর GSR 639 (E) - 04.09.2001। সারা ভারতবর্ষের লবন শিল্পের সুষ্ঠ বিকাশ ও উন্নয়নের জন্য লবন কমিশনার গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে। এই কমিশনার লবন শিল্পের সার্বিক উন্নয়নের জন্য নিম্নোক্ত কার্যক্রম পদক্ষেপ গ্রহন করেন।

- প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও গুনগত মানের বিকাশ সাধন।
- আয়োডিনের অভাব জনিত রোগের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য লবনে আয়োডিনের সঠিক মাত্রা বজায় রাখা।
- লবন শিল্প কেন্দ্রগুলির পরিকাঠামোগত উন্নয়ন সাধন।
- নমক মজদুর আবাস যোজনা প্রকল্পের মাধ্যমে লবন শ্রমিকদের গৃহ নির্মান ও সামাজিক সুরক্ষা দেখভাল করা।
- লবন রপ্তানি সংক্রান্ত বিষয়গুলো দেখা।

৫.৫.৯.৭ লবন উৎপাদনের প্রভাব (Effects of Salt Manufacturing)ঃ

ভারতের লবন উৎপাদনের শতকরা 70 ভাগ আসে সমুদ্রের জলের থেকে এর ফলে দেশের আর্থিক মূল্যায়ন যেমন হয় তেমনি প্রান্তীয় শ্রমিকদেরও আয় বাড়ে। এই অর্থনৈতিক উন্নয়ন একটি দেশ ও সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। তেমনি আবার এই লবন উৎপাদনের ফলে বেশ কিছু ক্ষতিকর প্রভাব ও লক্ষ্য করা যায়।

- **অর্থনৈতিক প্রভাব (Economic Effects)** ঃ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের একটি অপরিহার্য্য উপাদান হল লবন। বিপুল জনসংখ্যার এই দেশে তাই লবনের চাহিদাও খুব বেশী, ফলে আর্থিক সমাগমও হয় ভালোই। দেশের আভ্যন্তরীন চাহিদা মেটানোর সাথে সাথে প্রায় 35 লক্ষটন লবন প্রতি বছর রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রাও অর্জন করে ভারত। তাছাড়া বর্তমানে বেসরকারী করনের মধ্য দিয়ে শুল্ক বা রাজস্ব আয়ও অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ও অনান্য সুযোগ সুবিধাও উপলব্ধ হয়েছে আঞ্চলিক বিকাশের ক্ষেত্রে।

অপরদিকে এর কিছু কুপ্রভাবও আছে। এখানকার মানুষজন নিজ নিজ প্রয়োজন মতো লবন উৎপাদিত করত, কিন্তু এখন সরকার বাহাদুরের হস্তক্ষেপের ফলে তারা নিজেরা আর লবন প্রস্তুত করতে পারে না, তাদেরকে লবন কিনে খেতে হয়। কেননা বিভিন্ন বড় বড় কোম্পানী ঐ জায়গাগুলো স্বত্ত্ব নিয়ে যন্ত্রাংশ প্রয়োগের মধ্য দিয়ে লবন প্রস্তুত করে। ফলে বেশকিছু প্রান্তীয় শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়েছে। সামগ্রীকভাবে দেশের অর্থনীতির সমৃদ্ধি ঘটলেও প্রান্তীয় শ্রমিক যারা সরাসরি এই কর্মকাণ্ডে যুক্ত ছিল তারা কর্মহীন হয়েগিয়ে অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে।

- **রাজনৈতিক প্রভাব (Political Effects)** ঃ ভারত সরকার বিভিন্ন সমবায় এজেন্সি নিয়োগের মধ্য দিয়ে এক একটি লবনক্ষেত্রের স্বত্ত্ব বিলি করে। ফলে ঐ অঞ্চলের মানুষজন সমষ্টিগতভাবে ঐ স্বত্ত্ব নেওয়ার জন্য যে প্রতিযোগিতা শুরু হয় তাতে অংশগ্রহন করতে পারে। পারস্পরিক সমস্যা আলোচনার সুযোগ পায় এবং আঞ্চলিকভাবে প্রতিনিধি নিয়োগের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক সংগঠনকে মজবুত করতে সক্ষম হয়।

অপরদিকে অধিক প্রভাবশালী কোন রাজনৈতিক ব্যাক্তি নিজ স্বার্থ কায়েম করার জন্য কিছু বেশী অর্থের বিনিময়ে লবন ক্ষেত্রের স্বত্ত্ব গ্রহন করে। সেইসাথে ঐ ব্যক্তি তার ঘনিষ্ঠ শ্রমিকদের নিয়োগ করে লবন তৈরীর কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করে। ফলে স্থানীয় মানুষ যারা কর্মহীন হয়ে পড়ে তারা সম্মিলিতভাবে আন্দোলনের পথে নামে। ফলে রাজনৈতিক চাপানউতোর সৃষ্টি হয় যা লবন উৎপাদনের সাথে সাথে ভারতীয় রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও অর্থনীতিতে সরাসরি প্রভাব ফেলে। তাছাড়াও কোন কোম্পানী অধিক মুনাফা লাভের আশায় উন্নত যন্ত্রপাতি প্রয়োগ করে এবং শ্রমিক ছাটাই করে। ফলে ঐ কর্মহীন শ্রমিকরা সংগঠিত হয়ে আন্দোলন শুরু করে। শ্রমিক মালিক অসন্তোষ শুরু হয়ে যায়। এইভাবে ধীরে ধীরে লবন ক্ষেত্রগুলি রাজনীতির প্রকোপে পড়ে এবং সেইসাথে উৎপাদন কমতে থাকে।

- **সামাজিক প্রভাব (Social Effects)** ঃ ভারতের লবন উৎপাদনের এই বিপুল কর্মকান্ডে প্রায় 1.11 লক্ষ মানুষ যুক্ত। আর্থিক সমাগমের সাথে সাথে তাদের জীবনযাপন উন্নত থেকে উন্নতর হতে থাকে। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ

[illegible] একে কাজ করার ফলে সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন ঘটে। বিভিন্ন সামাজিক প্রথাগুলো সম্মিলিতভাবে উদযাপন করতে [illegible] উন্নত সংস্কৃতি সম্পন্ন সমাজ ব্যবস্থার দিকে তারা এগিয়ে যেতে থাকে।

[illegible] অন্যদিকে কিছু অশালীন মানুষজনের জন্য এলাকার সংস্কৃতি বিপন্ন হয়। নানা ধরনের অসামাজিক কার্যকলাপ [illegible] দিয়ে ওঠে। আর্থিক উন্নয়নের সাথে সাথে মানুষের মন পশ্চিমি ভাবধারা দ্বারা প্রভাবিত হয়। ফলে মানুষজন [illegible] সংস্কৃতিকে ভুলে যেতে থাকে। আর্থিক সমাগম হওয়ার ফলে রাস্তাঘাট ও সামাজিক পরিকাঠামোর উন্নয়ন হয়। [illegible] সংস্কৃতিকে ধীরে ধীরে গোলকধাঁধা হয়ে ওঠে। বহিরাগত মানুষের জীবনধারনের ধরনের সাথে খাপ খাওয়াতে গিয়ে [illegible] স্থানগুলি ধীরে ধীরে দোকানপাট হয়ে ওঠে।

[illegible] মানুষজনের জীবন বিপন্ন হয়ে ওঠে।

- **পরিবেশগত প্রভাব (Environmental Effects)** ঃ লবন একটি প্রাকৃতিক সম্পদ। এই প্রাকৃতিক সম্পদ [illegible] মধ্য দিয়ে আর্থিক সমৃদ্ধি ঘটে, ফলে মানুষজন পরিবেশ রক্ষার মধ্য দিয়ে ঐ সম্পদ আহরণে ব্রতী হয়। তাদের [illegible] পরিবেশের সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। তারা বুঝতে শেখে পরিবেশ বাঁচিয়ে কাজ করলে পরবর্তী প্রজন্ম কোন সমস্যার [illegible] হবে না। ফলে সরকারী ও স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে বেশ কিছু পরিবেশ সংরক্ষণের নীতি প্রয়োগ ও তার মেনে [illegible] হয়।

অপরদিকে অত্যধিক মুনাফা লাভের আশায় কৃষকরা কৃষি জমিকে লবন ক্ষেত্র হিসেবে গড়ে তোলে। ফলে একটি [illegible] বাস্তুতন্ত্র নষ্ট হতে থাকে। লবন ক্ষেত্র গড়ে তোলার ফলে সবথেকে বড় প্রাকৃতিক ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার [illegible] পরবর্তী পর্যায়ে কৃষিকাজের অনুপোযুক্ত হয়ে যায়। মৃত্তিকায় pH এর মান বৃদ্ধি পেয়ে গিয়ে উর্বরতা হ্রাস পায়। [illegible] লবনের বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে মৃত্তিকা শারীরবৃত্তীয় শুষ্ক মৃত্তিকাতে পরিনত হয়। তাছাড়া লবন ক্ষেত্রগুলির [illegible] কৃষিজমিগুলির সরাসরি ব্যাপন প্রক্রিয়ায় লবনাক্ত হতে শুরু করে। এইভাবে একটি শৃঙ্খল গঠনের মাধ্যমে একে [illegible] কৃষিজমি লবনাক্ত হয়ে পড়ে ফলে একদিকে যেমন কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হতে থাকে অন্যদিকে প্রাকৃতিক [illegible] বিনষ্ট হয়। যা সরাসরি পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করতে সাহায্য করে। ধীরে ধীরে উৎপাদনশীল কৃষি জমি বন্ধ্যা [illegible] পরিণত হতে শুরু করে।

[illegible].৮ লবন তৈরীর সমস্যা সমূহ (Major Problems of Salt Manufacturing) ঃ

উপকূলবর্তী অঞ্চলে সমুদ্রের লবন জল থেকে লবন প্রস্তুত একটি অন্যতম অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ। ক্রমাগত এই [illegible] চলতে থাকায় বেশ কিছু সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। লবন তৈরীর বিভিন্ন সমস্যাগুলো নিম্নে আলোচনা করা হল।

- সমুদ্রের জলকে ভূমিভাগে আবদ্ধ করে রেখে লবন প্রস্তুত করা হয় এর ফলে ঐ জমি এত ক্ষারকীয় হয়ে যায় যে পরবর্তীকালে ঐ জমিতে কোন চাষবাস করা যায় না।
- লবন তৈরীর ক্ষেত্রগুলির পাশের জমিগুলো সরাসরি প্রভাবিত হয় বলে ঐ কৃষিজমিগুলোর উৎপাদন কমে যায় ফলে ঐ জমিগুলোতে আর চাষাবাদ করা যায় না এবং উৎপাদিত কৃষি জমির পরিমান হ্রাস পেতে থাকে।
- যে সমস্ত জমিগুলো লবন তৈরীর ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয় ঐ জমির প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্র নষ্ট হয়ে যায়।
- সারা বছর লবন প্রস্তুত হয় না তাই লবন উৎপাদনের কাজে যুক্ত শ্রমিকরা সব সময় কাজ পায় না ফলে তারা এই কাজের প্রতি আগ্রহ দেখায় না। তাই লবন উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রমিক অভাব একটি বড় সমস্যা।
- লবন তৈরীর জন্য জমিতে বাঁধ দিয়ে লবন জলকে আবদ্ধ করে রাখা হয় ফলে তা চুঁইয়ে চুঁইয়ে ভৌমজলস্তরে সঞ্চিত হতে থাকে এবং ভৌমজল লবনাক্ত হয়ে যায়।